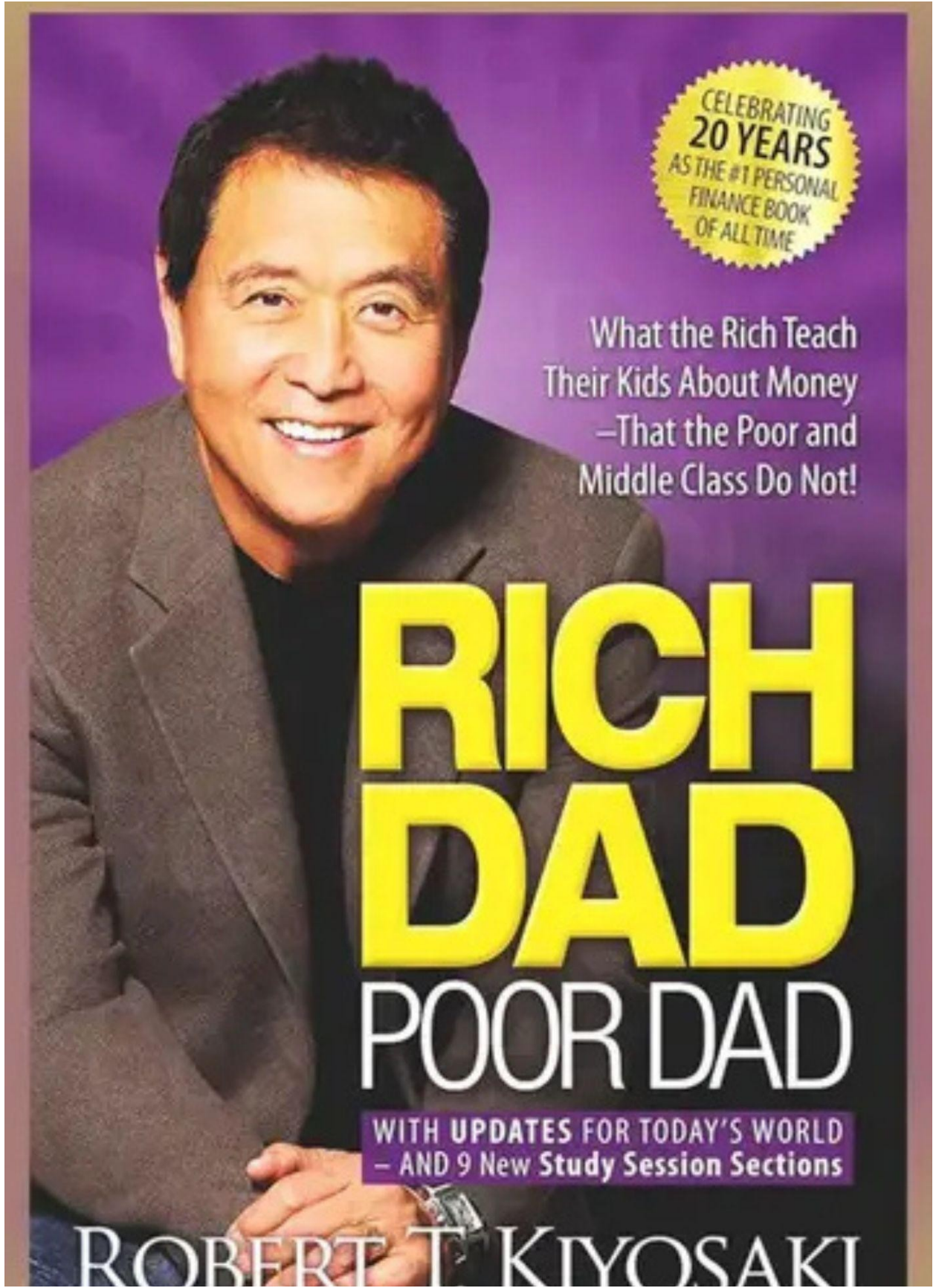




CELEBRATING
20 YEARS
AS THE #1 PERSONAL
FINANCE BOOK
OF ALL TIME

What the Rich Teach
Their Kids About Money
—That the Poor and
Middle Class Do Not!

RICH DAD POOR DAD

WITH **UPDATES** FOR TODAY'S WORLD
— AND 9 New Study Session Sections

ROBERT T. KIYOSAKI

সূচিপত্র

ভূমিকাংশ

কৃতজ্ঞতা

পরিচিতি (Introduction)

প্রধান অধ্যায়সমূহ

অধ্যায় ১ – পাঠ ১ : ধনীরা টাকার জন্য কাজ করে না

ভয় ও লোভের ফাঁদ

ইঁদুর দৌড় (Rat Race)

প্রথম শিক্ষা (বিনা মজুরির কাজ ও কমিক বইয়ের ব্যবসা)

অধ্যায় ২ – পাঠ ২ : কেন আর্থিক শিক্ষাদীক্ষা শেখাতে হবে

সম্পদ (Assets) বনাম দায় (Liabilities)

বাড়ি কি সম্পদ নাকি দায়?

ধনী হওয়ার সূত্র

কেন মানুষ দেউলিয়া হয়

অধ্যায় ৩ – পাঠ ৩ : নিজের ব্যবসা দেখো

চাকরি বনাম নিজের ব্যবসা

সম্পদের উদাহরণ

ধনীদের চিন্তাভাবনা

অধ্যায় ৪ – পাঠ ৪ : করের ইতিহাস ও কোম্পানির ক্ষমতা

ট্যাক্সের সূচনা

ধনীরা কিভাবে কোম্পানি ব্যবহার করে

ট্যাক্স দেওয়ার আগে খরচ করার শক্তি

অধ্যায় ৫ – পাঠ ৫ : ধনীরা টাকা বানায়

সুযোগ সবার কাছে আসে

ভয় বনাম সুযোগ

ছোট বিনিয়োগ থেকে বড় সম্পদ তৈরি

ধনীদের মানসিকতা

অধ্যায় ৬ – পাঠ ৬ : শিখতে কাজ করো, টাকার জন্য নয়

শেখার জন্য কাজের গুরুত্ব

বিশেষজ্ঞ বনাম সাধারণজ্ঞ

বিক্রয় ও মার্কেটিং শেখা

অহংকার বনাম শেখা

পরিশিষ্ট অংশ

উপসংহার (Conclusion)

ধনী হওয়ার ছয়টি পাঠের সারসংক্ষেপ

পরবর্তী করণীয়: শুরু করার ধাপ (Action Steps)

পরিচিতি (Introduction)

আমার দুই জন বাবা ছিলো — এক জন ধনী, আর এক জন গরীব। এক জন অত্যন্ত শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ছিলেন। তাঁর কাছে Ph.D. ছিল এবং তিনি চার বছরের স্নাতক পড়াশোনা দুই বছরের মধ্যে শেষ করেছিলেন। এরপর স্ট্যানফোর্ড, ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো এবং নর্থওয়েস্টার্নে উচ্চতর পড়াশোনা করেছেন—সবজায়গায়ই পূর্ণ-আর্থিক বৃত্তিতে। অন্য বাবাটি অষ্টম শ্রেণি শেষও করতে পারেননি।

উভয়জনই তাদের ক্যারিয়ারে সফল ছিলেন এবং জীবদ্দশায় কঠোর পরিশ্রম করেছেন। উভয়েরই আয় ছিলো যথেষ্ট। তবু একজন সবসময় আর্থিকভাবে সংগ্রাম করতেন। অন্যজন হাওয়াইয়ের অন্যতম ধনীর মধ্যে পরিণত হন। একজন মারা গেলে তার পরিবার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে টেন মিলিয়ন ডলারের চেয়ে বেশি রেখে গিয়েছিলেন; অন্যজন বেঁচে থেকে শুধু বিল রেখে গিয়েছিলেন।

উভয়জনই শক্তিশালী, মোহনীয় ও প্রভাবশালী ছিলেন। উভয়ে আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন—কিন্তু তাদের পরামর্শ একই রকম ছিল না। উভয়ই শিক্ষার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু কোন বিষয়ে পড়াশোনা করা উচিত সে বিষয়ে তাদের পরামর্শ আলাদা ছিল।

যদি আমার কেবল এক জনই বাবা থাকত, তাহলে আমাকে তার পরামর্শ গ্রহণ অথবা প্রত্যাখ্যান করতে হতো। কিন্তু দুই জন বাবার হাত ধরে আমি পার্থক্য দেখতে পেয়েছিলাম—একজন ধনী ভাবার দৃষ্টিভঙ্গি, আর একজন গরীব ভাবার দৃষ্টিভঙ্গি।

আমি কেবল কোনো একটি গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান না করে, বেশি ভাবতে শুরু করলাম, তুলনা করলাম, এবং তারপর নিজে সিদ্ধান্ত নিলাম। সমস্যা ছিল—ধনী বাবা তখনো ধনী না; আর গরীব বাবা এখনও গরীব না। উভয়ই তখন তাদের ক্যারিয়ারের শুরুতেই ছিলেন এবং টাকা ও পরিবার নিয়ে সংগ্রাম করছিলেন। কিন্তু অর্থ বিষয়ক তাদের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা ছিল।

উদাহরণস্বরূপ, একজন বাবা বলতেন, “টাকা’র ভালোবাসাই সকল বিপদের মূল।” অন্যজন বলতেন, “টাকা না থাকা—অর্থের অভাব—সে সব সমস্যার মূল।”

শৈশবে, দুই জন শক্তিশালী পিতার প্রভাব আমার উপর থাকা কঠিন ছিল। আমি ভাল ছেলে হতে চেয়েছিলাম এবং শুনতে চেয়েছিলাম, কিন্তু দুই বাবাই একই কথা বলতেন না। তাদের অর্থ-সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি এতই ভিন্ন ছিল যে আমি কৌতূহলী হয়ে পড়ি। আমি ভাবতে শুরু করি, একেকজন কেন এই বলছেন—আর প্রায়শই দুজনের কথাই আলাদা। এটা সহজ হতো বলতে, “হ্যাঁ, তিনি ঠিক বলছেন,” কিংবা “পুরনো লোকটা জানে না কী বলছে।” কিন্তু দুইজনের আদর্শ ও পরামর্শ আমাকে নিজে ভাবতে বাধ্য করলো—অবশেষে সেই কার্যপ্রণালীটাই দীর্ঘ মেয়াদি লাভ এনে দিল।

ধনী মানুষ আরও ধনী হয়, গরীব আরও গরীব হয়, মধ্যবিত্ত মানুষ কিভাবে দেনায় আটকে পড়ে—এর একটি বড় কারন হলো: অর্থের বিষয়টি বাড়িতে শেখানো হয়, স্কুলে নয়। আমাদের অধিকাংশ মানুষই টাকা সম্পর্কিত

শিক্ষা পায় তাদের বাবা-মায়ের কাছ থেকেই। গরীব বাবা-ছেলে কি কি শিখাবে? সাধারণত বলেন, “পড়াশোনা করো, স্কুলে ভালো নম্বরও অর্জন করো।” কিন্তু শিশুটি স্কুল শেষ করে দারুণ নম্বর পেলে—তবু তার আর্থিক মনের প্রোগ্রামিং গরীব ব্যক্তির মতোই থাকবে।

দুঃখজনকভাবে, স্কুলে টাকার ব্যাপার শেখানো হয় না। স্কুলগুলো বিদ্যাশাস্ত্র ও পেশাগত দক্ষতায় গুরুত্ব দেয়, আর আর্থিক দক্ষতায় নয়। এজন্যই বুদ্ধিমান ব্যাংকার, ডাক্তার, একাউন্টেন্ট—যাঁরা স্কুলে দারুণ নম্বর পেয়েছেন—ওরা অনেক সময় জীবনে আর্থিকভাবে সংগ্রাম করেন। আমাদের জাতীয় ঋণও একটি অংশে সৃষ্ট হয়েছে এই কারণেই: উচ্চশিক্ষিত রাজনৈতিক ব্যক্তির আর্থিক বিষয়ে যথাযথ প্রশিক্ষণ ছাড়াই সিদ্ধান্ত নেন।

আমি বারবার ভাবি—যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ আর্থিক ও স্বাস্থ্য সহায়তার জন্য নির্ভরশীল হয়ে পড়বে, তখন কী হবে? ওরা পরিবার বা সরকারের উপর নির্ভরশীল হবে। যেটা কয়েক দশক পরে ঘটতে পারে—মেডিকেয়ার বা সোশ্যাল সিকিউরিটি ফান্ড শুকিয়ে গেলে কী হবে? যদি টাকা শেখানো দায়টি বাড়ির উপরই রেখে দেওয়া থাকে—আর ওরা শুধু গরীব বা মধ্যবিত্ত পিতামাতাই শিকিয়ে থাকে—তাহলে পরিণতি কী হবে?

যেহেতু আমার দুই জন শক্তিশালী বাবা ছিল, তাই আমি উভয়ের কাছ থেকেই শিখেছি। আমাকে প্রত্যেকজনের উপদেশ নিয়ে ভাবতে হয়েছে—আর তা করে আমি বুঝতে পেরেছি যে মানুষের চিন্তা কীভাবে তার জীবনের উপর প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, আমার গরীব বাবা প্রায়ই বলতেন, “আমি এটা নিতে পারি না” — আর ধনী বাবা কখনো এই শব্দ ব্যবহার করতে দেবেন না; তিনি বলতেন, “কিভাবে আমি এটা যোগাড় করব?” — একটি বাক্য সত্যি-পথ বন্ধ করে দেয়, আর অন্যটি প্রশ্ন রেখে দেয় যা মস্তিষ্কে কাজ করায়। “আমি এটা পারি না” মানে মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়; “আমি কিভাবে পারি?” মানে মস্তিষ্ক চিন্তা শুরু করে—এটাই ধনী বাবার মূল শিক্ষা: মস্তিষ্কে ব্যায়াম করাও শক্তি বাড়ায়, বেশি আয়-ক্ষমতা তৈরি করে।

উভয় বাবা কঠোর পরিশ্রম করতেও পার্থক্য ছিল—একজন আর্থিক বিষয়ে মস্তিষ্ক “ঘুমিয়ে” রাখতেন; অন্যজন মস্তিষ্ক “ব্যায়াম” করাতেন। দীর্ঘ মেয়াদে ফলাফল স্পষ্ট—একজন আর্থিকভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠল, অন্যজন দুর্বল হয়ে গেল—ঠিক যেমন শরীর উদাহরণে: নিয়মিত ব্যায়াম স্বাস্থ্যের সম্ভাবনা বাড়ায়; ঠিক তেমনি মনের ব্যায়াম আর্থিক সম্ভাবনা বাড়ায়।

আমার দুই বাবার ধারণা ছিল ভিন্ন—এগুলোই তাদের চিন্তাভাবনায় প্রতিফলিত হতো: কর বেশি হওয়া উচিত (কেউ বলে), আরেকজন বলে উৎপাদনকারীদের শাস্তি দেয়ার মতো কর ব্যবস্থা ক্ষতিকর। একজন বলে—ভাল কাজের জন্য চাকরি নাও; অন্যজন বলে—উইল্ড বুদ্ধি করে কোনও ভাল কোম্পানি কেনো। একজন বলে, “আমি ধনী হব না কারণ আমার দরকার সন্তান” —অন্যজন বলে, “আমার সন্তান থাকায় আমাকে ধনী হতে হবে।”

একজন বলতেন, “বাড়ি আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ,” অন্যজন বলেন, “বাড়ি হলো দায়িত্ব; যদি বাড়িই তোমার সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ হয়, তুমি বিপদের মধ্যে আছো।” একজন বললেন—কোম্পানি বা সরকার তোমাকে দেখাশোনা করবে; অন্যজন বলেন—সম্পূর্ণ আর্থিক আত্মনির্ভরতা শেখো। একজন কখনো বিল পেমেন্ট পরে

দিতেন; অন্যজন আগে দিয়ে দিতেন। একজন সামাজিক নিরাপত্তা পে-ওয়েছেন, অন্যজন ব্যবসা ও বিনিয়োগ করে ধনী হয়েছেন।

এই সব বিরোধিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি আমাকে নিজে বেছে নেওয়ার সুযোগ দিয়েছিল। আমি দেখলাম, মানুষের চিন্তা তাদের জীবন গঠনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আমার গরীব বাবা প্রায়ই বলতেন, “আমি কখনো ধনী হব না,”—এমনটাই হয়ে গেল। আর ধনী বাবা নিজেকে ধনী বলে আবির্ভূত করতেন; তিনি বলতেন, “জীবনে দারিদ্র্য এবং ফকিরত্বে ভিন্নতা আছে—‘ব রকে’ অর্থ হলো সাময়িক অভাব; ‘poor’ হচ্ছে স্থায়ী।”

আমার গরীব বাবা বলতেন, “টাকার কোনো আগ্রহ নেই”—আর ধনী বাবা বলতেন, “টাকা হল শক্তি।” আমাদের চিন্তা-ধারা মাপা কঠিন; কিন্তু শৈশবে আমার জন্য এটি স্পষ্ট হয়ে যায়—কোন চিন্তা আমি নিজের করব: ধনী বাবার না গরীব বাবার?

আমি নয় বছর বয়সে ধনী বাবার কাছ থেকে শিখতে শুরু করি। তিনি আমাকে ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে শেখালেন—আমি ৩৯ বছর হয়ে যাবার আগেই তিনি থামলেন—কারণ তখন তিনি বুঝলেন যে আমি ওই শিক্ষা বুঝে গিয়েছি। এই বইটি সেই ছয়টি মূল পাঠ—যেগুলো তিনি ৩০ বছরের মধ্যে বারবার বলেছিলেন—সহজ ও সরলভাবে সাজানো। এগুলো উত্তর নয়, নির্দেশক পয়েন্ট—যা তোমার ও তোমার সন্তানদের ধনী হতে সাহায্য করবে, অনিশ্চয়তা ও পরিবর্তনের জগতে।

(এখানেই Robert Frost-এর কবিতা “The Road Not Taken” সংযোজিত আছে—বইটিতে লেখক কবিতার অংশ উদ্ধৃত করে এবং কবিতার পাঠ থেকে যে শিক্ষা নেন সেটাও উল্লেখ করেছেন।)

অধ্যায় ১ — পাঠ ১: ধনীরা টাকার জন্য কাজ করে না (Lesson 1: The Rich Don't Work for Money)

গরীব ও মধ্যবিত্তরা টাকার জন্য কাজ করে; ধনীরা তাদের টাকাকে তাদের জন্য কাজ করায়।

“বাবা, তুমি আমাকে ধনী হওয়ার পথটা বলো?”

আমার বাবা সন্ধ্যার সংবাদপত্র নামালেন। “তুমি কেন ধনী হতে চাও, ছেলে?”

“কারণ—আজ জিমির মা নতুন ক্যাডিল্যাক নিয়ে এসে বীচ হাউসে যাচ্ছিলো, এবং তিনজন তাদের বন্ধু নিয়েছিল—কিন্তু মাইক আর আমাকে ডাকো না। তারা বলেছে আমরা গরীব ছেলেরা, তাই আমাদের ডাকিনি।”

“তারা কি বলল?” বাবা অবাকভাবে জিজ্ঞাসা করলেন।

“হ্যাঁ,” আমি কষ্ট পেয়ে বললাম।

আমার বাবা নীরবে মাথা নাড়লেন, চশমা নাকের ওপর টিপে ফেললেন, এবং আবার সংবাদপত্র পড়তে ফিরে গেলেন। আমি উত্তর পেতে অপেক্ষা করছিলাম। বছরটি ছিল ১৯৫৬; আমি তখন নয় বছর ছিলাম। কিছুকিছুএ জন্য আমি একই পাবলিক-স্কুলে পড়তাম যেখানে ধনী পরিবারগুলো তাদের সন্তান পাঠাতো। আমাদের শহরটি বড়দিন চিনি প্ল্যান্টেশনের উপর নির্ভর করে। প্ল্যান্টেশনের ম্যানেজার ও অন্যান্য অভিজাত মানুষ—ডাক্তার,

ব্যবসায়ী, ব্যাংকার—তাদের শিশুদের এখানে পাঠাতো। ষষ্ঠ শ্রেণীর পর তারা প্রাইভেট স্কুলে চলে যেত। কারণ আমার পরিবার রাস্তার একপাশে থাকায় আমি এই স্কুলে যেতাম; অন্য পাশে বসবাস করলে অন্য স্কুলে যেতাম—তাই স্কুল বাছাইও ভাগ্যের ব্যাপার ছিল।

আমার বাবা কাগজ নামালেন। আমি বুঝলাম তিনি ভাবছেন।

“শুনো, ছেলে...,” তিনি ধীরভাবে বললেন। “যদি তুমি ধনী হতে চাও, তোমাকে টাকা তৈরি করতে শিখতে হবে।”

“কিভাবে টাকা বানাবো?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“তোমার মাথা ব্যবহার করো, ছেলে,” তিনি বললেন, হাসি দিয়ে। তখনও আমি জানতাম এর মানে হলো

—“এটুকুই বলছি” বা “আমি জানি না, বেশি চাও না।”

(এখানে বইয়ের প্রথম কাহিনীর শুরু—একটি ছোট বুদ্ধি গল্প: মাইক নামের বন্ধুর সঙ্গে পার্টনারশিপ করে দুজন ছেলেকে টুথপেস্ট টিউব বেভুরের মাধ্যমে 'নকল নিকেল' তৈরির চেষ্টা—যা পরে বাবার থেকে দমকল ও 'কাউন্টারফিটিং' ব্যাখ্যা পায়—এর অংশ আছে। আমি এই অংশটি ও এর পরবর্তী পাঠগুলিও ধারাবাহিকভাবে অনুবাদ করছি।)

A Partnership Is Formed — অনুবাদ (পার্টনারশিপ গড়ার ঘটনা)

পরের সকালে আমি আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু মাইককে বললাম, বাবা এমনটা বলেছেন। আমার ধারণা—মাইক আর আমি সম্ভবত স্কুলের একমাত্র গরীব ছেলেরা ছিলাম। উভয়েই কারো ভাগ্যে স্কুল-ডিসট্রিক্টের লাইনে জ্যাম পড়ে এখানে পড়তাম। প্রকৃতপক্ষে আমরা অতটা গরীব ছিলাম না—কিন্তু অন্য ছেলেরা নতুন বেসবল গ্লাভ, বাইসাইকেল সব নিয়ে থাকায় আমরা গরীব মনে করতাম।

মা-বাবা আমাদের মূল প্রয়োজন—খাবার, আশ্রয়, কাপড়—দিতেন; কিন্তু আরও কিছু পেতে হলে আমাদের কাজ করতে হত। আমার বাবা বলতেন, “যদি কিছু চাও, কাজ করে পা।” কিন্তু নয় বছর বয়সী ছেলেদের জন্য কাজ পাওয়াটা সহজ ছিল না।

“তুমি কি আমার পার্টনার হতে চাও?” আমি মাইককে জিজ্ঞেস করলাম।

তিনি রাজি হলেন; এমন করে সেই শনিবার সকালে মাইক আমার প্রথম ব্যবসায়িক পার্টনার হল। আমরা সকালভর ভাবলাম কিভাবে টাকা আয় করা যায়। কেবল একটা মুহূর্তে, মাইক একটা বিজ্ঞান বই থেকে আইডিয়া পেল—আমরা হাত মিলালাম এবং পার্টনারশিপ ও ব্যবসা শুরু হল।

পরের কয়েক সপ্তাহ ধরে আমরা পাড়া বাড়িতে বেড়িয়ে দরজার খাটে খাটে বলতাম—“আপনি কি টুথপেস্ট টিউব জমা রাখবেন?” বেশিরভাগ প্রাপ্তবয়স্করা অবাক মুদ্রায় সম্মতি জানালেন; কিছু জিজ্ঞাসা করলো—কী করছেন? আমরা বলতাম, “ব্যবসার গোপনীয়তা—বলতে পারি না।”

আমার মা দুশ্চিন্তায় পড়লেন। আমরা রাঁধার জায়গার পাশে একটি বাক্সে ব্যবহার করা টিউবগুলো জমা করছিলাম। সেই ব্যাগটা ধীরে ধীরে বড় হচ্ছিল। অবশেষে মা বললেন—“এটা আর না। এই ময়লা বস্তু ফেলে দাও।” আমরা বেদনা দেখিয়ে বললাম—“আরও অপেক্ষা করুন—আর একটু সময়...”। তিনি এক সপ্তাহের ছাড় দিলেন।

পোড়ানোর দিন এসেছে—আমরা নির্মাণ শুরু করলাম—দুধের কার্টন, জ্বালানো হিবাচি গ্রিল, সাদা পাউডার সব এল। টিউবগুলো তখন লিডের তৈরি—তাই পেইন্ট জ্বালিয়ে গলে গিয়ে লিড গলিত আকারে কেটে আমরা প্লাস্টার অফ প্যারিস ঢালা ছাঁচে ঢালো—এবং কৌতুকময়ভাবে একটি লিড ‘নিকেল’ তৈরি করলাম। কিন্তু বাবা সেখানেই এসে বললেন—“তুমি নকল কয়েন তৈরি করছ?”—এবং বললেন এটা ‘কাউন্টারফিটিং’—অবৈধ। স্বপ্ন ভেঙে গেল। তবে বাবার সুর ছিল কোমল—তিনি বললেন তোমরা সৃষ্টিশীল, চালিয়ে যাও—কিন্তু নীতিভ্রষ্ট কাজ বাদ দাও।

স্বপ্ন ভাঙা

অবশেষে মা বিরক্ত হয়ে উঠলেন। প্রতিবেশীদের নোংরা, চেপে ফেলা টুথপেস্টের টিউবগুলো দেখে তিনি আর সহ্য করতে পারলেন না।

“তোমরা কী করছ?” তিনি জিজ্ঞেস করলেন। “আর আমি আবার শুনতে চাই না যে এটা ‘ব্যবসার গোপনীয়তা’। এই জঞ্জাল নিয়ে কিছু করো, নাহলে আমি ফেলে দেব।”

মাইক আর আমি কাকুতি-মিনতি করলাম। বুঝলাম খুব শিগগিরই আমাদের যথেষ্ট টিউব জমবে, তখন আমরা উৎপাদন শুরু করব। বললাম আরও কিছু প্রতিবেশী তাদের টুথপেস্ট শেষ করার অপেক্ষায় আছি। মা শেষমেশ এক সপ্তাহ সময় দিলেন।

উৎপাদনের তারিখ এগিয়ে এল, চাপও বেড়ে গেল। আমার প্রথম পার্টনারশিপ তখনই আমার নিজের মায়ের উচ্ছেদের নোটিশে হুমকির মুখে! মাইকের কাজ হলো প্রতিবেশীদের বোঝানো যেন দ্রুত টুথপেস্ট খরচ করে ফেলেন—বলত, “ডাক্তার বলেছেন, দিনে আরও বেশি বার দাঁত মাজতে হবে।” আমি meanwhile আমাদের প্রোডাকশন লাইন সাজাচ্ছিলাম।

একদিন বাবা গাড়ি নিয়ে ফিরে এলেন, সঙ্গে এক বন্ধু। তারা দেখলেন দুইজন নয় বছরের ছেলে ড্রাইভওয়েতে পুরো স্পিডে প্রোডাকশন চালাচ্ছে। চারপাশে সাদা পাউডার ছড়িয়ে আছে। লম্বা টেবিলে স্কুলের দুধের কার্টন সারি সারি রাখা, আর পরিবারের হিবাচি গ্রিল দাউদাউ করে জ্বলছে।

গাড়ি ঢোকানো যাচ্ছিল না, তাই বাবা নীচে রেখে হেঁটে এলেন। কাছে গিয়ে দেখলেন লালচে গরম কয়লার উপর স্টিলের হাঁড়িতে টিউবগুলো গলছে। তখন টুথপেস্টের টিউবগুলো ছিল সীসার তৈরি, প্লাস্টিকের নয়। রঙ পুড়ে গেলে আমরা টিউবগুলো ফেলে দিতাম হাঁড়িতে, আর গলে যেত তরল ধাতুতে। মা’র পাত্র ধরে আমরা ওই তরল ধাতু ঢালতাম দুধের কার্টনের ছোট ছিদ্র দিয়ে, যার ভেতরে প্লাস্টার অব প্যারিস ভর্তি ছিল।

সাদা গুঁড়া চারপাশে ঝড়ের মতো ছড়িয়ে ছিল। আমি তাড়াহুড়ো করে ব্যাগ উল্টে ফেলেছিলাম। সব জায়গা তুষারের মতো দেখাচ্ছিল। ওই দুধের কার্টনগুলো ছিল আসলে ছাঁচের খোলস।

আমরা সাবধানে গলিত ধাতু ঢাললাম ছাঁচের মধ্যে।

“সাবধানে,” বাবা বললেন। আমি মাথা নাড়লাম, কিন্তু দৃষ্টি সরালাম না। ঢালা শেষ হলে হাঁড়ি নামালাম আর বাবার দিকে তাকিয়ে হাসলাম। “তোমরা কী বানাচ্ছ?” বাবা মৃদু হাসি দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

“আপনি যেমন বলেছিলেন, আমরা ধনী হব,” আমি বললাম। “হ্যাঁ,” মাইকও হাসল, মাথা নাড়ল। “আমরা পার্টনার।” “এই ছাঁচের ভেতর কী আছে?” বাবা জানতে চাইলেন। “দেখুন,” আমি বললাম। “এই ব্যাচটা ভালো হবে।”

আমি হাতুড়ি দিয়ে ছাঁচের উপর হালকা টোকা দিলাম, দুই টুকরো করে খুললাম—আর একটি সীসার তৈরি নিকেল মাটিতে পড়ল।

“ওহ না!” বাবা বিস্মিত হয়ে উঠলেন। “তোমরা সীসার কয়েন ঢালছো!”

“ঠিক তাই,” মাইক বলল। “আপনি তো বলেছেন, টাকা বানাতে।”

বাবার বন্ধু হেসে কুটিপাটি। বাবা হেসে মাথা নাড়লেন। তাদের সামনে, এক বাক্স টুথপেস্ট টিউব, এক আগুন, আর দুটো সাদা গুঁড়োয় ঢাকা ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল কান থেকে কান পর্যন্ত হাসি নিয়ে। বাবা কোমলভাবে আমাদের বুঝালেন “কাউন্টারফিটিং” মানে কী। আমাদের স্বপ্ন ভেঙে গেল।

“মানে এটা বেআইনি?” কাঁপা গলায় মাইক জিজ্ঞেস করল। বাবার বন্ধু বললেন, “ওদের ছেড়ে দাও। ওরা হয়তো জন্মগত প্রতিভা বিকাশ করছে।”

আমরা বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমাদের আশা-ভরসা মুহূর্তেই ভেঙে গিয়েছিল। বাবা আমাদের হাসিমুখে বুঝালেন যে, যদিও আমরা সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়েছি, কিন্তু এই পথে এগোনো সম্ভব নয়। তিনি বললেন, “যদি তোমরা সত্যিই টাকা বানাতে চাও, তাহলে একজন প্রকৃত শিক্ষকের কাছে শেখা দরকার।”

তিনি যোগ করলেন, “আমার বন্ধু মাইকেলের বাবা একজন ব্যবসায়ী। আমি তাকে ফোন করে বলব। তোমরা চাইলে তার কাছ থেকে শিখতে পার।”

আমরা রাজি হয়ে গেলাম। এভাবেই আমাদের যাত্রা শুরু হলো ধনী বাবার কাছে — যাকে আমি বলি রিচ ড্যাড।

প্রথম শিক্ষা – বিনা মজুরিতে কাজ

শনিবার সকালে আমি আর মাইক মাইকের বাবার দোকানে হাজির হলাম। দোকানটি ছিল বিভিন্ন জিনিসপত্র বিক্রির। রিচ ড্যাড তখন ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু আমাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,

“তোমরা ধনী হতে চাও?” আমরা একসাথে বললাম, “হ্যাঁ, স্যার।”

তিনি কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, “তাহলে তোমরা আমার জন্য কাজ করবে।” আমরা উচ্ছ্বসিত হলাম।

“কত টাকা দেবেন?” আমি সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম।

“কোনও টাকা দেব না,” তিনি শান্তভাবে বললেন।

আমরা হতভম্ব হয়ে গেলাম। “কেন?” মাইক ফিসফিস করে বলল। “কারণ আমি তোমাদের শেখাতে চাই কিভাবে ধনী হতে হয়। তোমরা যদি টাকার জন্য কাজ করো, তাহলে সারা জীবন টাকার দাস হয়ে থাকবে। আমি চাই তোমরা শিখো টাকাকে কিভাবে নিজের জন্য কাজ করাতে হয়।”

আমরা চুপ করে রইলাম।

“তোমাদের প্রতি শনিবার এখানে তিন ঘণ্টা করে কাজ করতে হবে,” রিচ ড্যাড বললেন। আমরা রাজি হয়ে গেলাম, যদিও মনটা খারাপ হয়েছিল।

কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা

প্রথম তিন শনিবার আমরা দোকানে ছোটখাটো কাজ করলাম। তাক পরিষ্কার করা, মালপত্র সাজানো, বাক্স গোছানো—এইসব। বিনিময়ে আমরা কোনো পয়সা পাইনি।

একদিন আমি ক্ষুব্ধ হয়ে মাইককে বললাম,

“এটা অন্যায়। আমাদের সাথে প্রতারণা হচ্ছে। অন্তত ২৫ সেন্ট ঘণ্টাপ্রতি হলেও পাওয়া উচিত।”

মাইক বলল, “আমার বাবার সাথে কথা বলো।”

আমি রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে রিচ ড্যাডের কাছে গেলাম।

“আপনি আমাদের ঠকাচ্ছেন,” আমি বললাম। “আমরা কাজ করছি অথচ কোনো টাকা পাচ্ছি না।”

তিনি ধীরে ধীরে তাকালেন আমার দিকে। তারপর হেসে বললেন,

“এখন তুমি অনুভব করতে পারছো গরীব ও মধ্যবিত্তদের জীবন কেমন হয়। তারা সারা জীবন কঠোর পরিশ্রম করে, কিন্তু কখনোই সত্যিকারের আর্থিক স্বাধীনতা পায় না। তারা সবসময় বেতনের দাস হয়ে থাকে।”

আমি বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম।

তিনি বললেন, “যদি তুমি ধনী হতে চাও, তাহলে প্রথমেই শিখতে হবে: টাকার জন্য কাজ কোরো না। বরং শিখো কিভাবে টাকাকে তোমার জন্য কাজ করানো যায়।” ভয় ও লোভ – দাসত্বের মূল

রিচ ড্যাড আমাদের বুঝিয়ে দিলেন যে বেশিরভাগ মানুষকে দুই জিনিস চালায় — ভয় আর লোভ।

তারা দরিদ্র হওয়ার ভয় থেকে বেতনভিত্তিক চাকরি করে যায়।

আবার যখন টাকা হাতে আসে, তখন লোভ তাদের চালায়—আরও বেশি চাইতে থাকে।

ফলস্বরূপ তারা এক চক্রে আটকে যায় — কাজ করে টাকা আয় করা, তারপর খরচ, আবার কাজ করা।
এটাকেই রিচ ড্যাড বললেন “Rat Race” (ইঁদুর দৌড়)।

তিনি বললেন,

“ধনীরা এই দৌড় থেকে বের হতে শেখে। তারা শিখে কিভাবে তাদের টাকা বিনিয়োগ করতে হয়, যাতে টাকাই তাদের জন্য কাজ করে। গরীব ও মধ্যবিত্তরা কখনোই এই খেলা শেখে না।” চোখ খোলার মুহূর্ত

আমি তখনও ছোট, কিন্তু ধীরে ধীরে বুঝতে শুরু করলাম তিনি কী বোঝাতে চাইছেন। তিনি আমাদের বললেন, “শিখতে হলে প্রথমে তোমাদের মন খুলতে হবে। টাকা উপার্জনের পদ্ধতি শিখতে হলে বেতনের মোহ ছাড়তে হবে।” তারপর তিনি একটি প্রস্তাব দিলেন।

“তোমরা চাইলে আমি তোমাদের প্রতি ঘণ্টা ২৫ সেন্ট দেব। কিন্তু যদি সত্যিই ধনী হতে চাও, তাহলে বিনা মজুরিতেই শিখতে হবে।” আমি আর মাইক একে অপরের দিকে তাকালাম। আমরা জানতাম—যদি বেতন নেই, তাহলে হয়তো কিছু পাব না। কিন্তু যদি না নেই, তাহলে আমরা হয়তো একদিন ধনী হওয়ার কৌশল শিখব। আমরা বিনা মজুরিতে কাজ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।

রিচ ড্যাড একদিন আমাকে ডেকে বললেন,

“তুমি কি এখনো রাগ করছো যে আমি তোমাকে বেতন দিচ্ছি না?”

আমি মাথা নাড়লাম। “হ্যাঁ, কিন্তু আমি শিখতে চাই।”

তিনি হাসলেন।

“ভালো। বেশিরভাগ মানুষ রাগ করে চাকরি ছেড়ে দেয়, অথবা বেশি বেতনের জন্য অন্য চাকরি খোঁজে। কিন্তু তারা কখনো আসল শিক্ষা পায় না। তারা সবসময় টাকার দাস হয়েই থাকে।”

তিনি ব্যাখ্যা করলেন,

“যখনই টাকা আসে, লোভ তাদের গ্রাস করে। আর যখন টাকা থাকে না, ভয় তাদের গ্রাস করে। এই দুই আবেগই মানুষকে ইঁদুর দৌড়ে আটকে রাখে।”

তারপর তিনি বললেন,

“তুমি চাইলে আমি এখনই তোমাকে বেতন দিতে পারি—প্রথমে ২৫ সেন্ট, পরে ১ ডলার, এমনকি ৫ ডলার ঘণ্টাপ্রতি। কিন্তু সেটা করলে তুমি আসল পাঠটা হারিয়ে ফেলবে। আসল পাঠ হলো—শিখো কিভাবে টাকা তোমার জন্য কাজ করাবে, বরং তুমি টাকার জন্য কাজ করবে না।”

এক অপ্রত্যাশিত শিক্ষা

কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল। একদিন হঠাৎ রিচ ড্যাডের এক দোকানের কর্মচারী, মিসেস মার্টিন, আমাকে বললেন, “তুমি আর মাইক চাইলে এখানে কাজের ফাঁকে পেছনের ঘরে থাকা পুরনো কমিক বইগুলো দেখতে পারো।”

আমরা আনন্দে আটখানা হলাম। প্রতি শনিবার কাজ শেষে আমরা গুদামে বসে পুরনো সুপারম্যান, ব্যাটম্যান, এবং অন্যান্য কমিকস পড়তাম।

হঠাৎ আমার মাথায় বুদ্ধি এল। আমি মাইককে বললাম, “যদি আমরা এই কমিক বইগুলো অন্য ছেলেদের পড়ার জন্য দিই, আর সামান্য ফি নিই, তাহলে কেমন হয়?”

মাইক রাজি হয়ে গেল।

আমরা গ্যারেজে একটা ছোট্ট “লাইব্রেরি” খুললাম। নিয়ম ছিল—প্রবেশমূল্য ১০ সেন্ট, আর প্রত্যেক বাচ্চা দুই ঘণ্টা পর্যন্ত ইচ্ছামতো কমিক পড়তে পারবে।

এটি বিশাল সাফল্য পেল। প্রতিদিন বিকেলে স্কুল শেষে ১০-১৫ জন বাচ্চা আসত। দুই ঘণ্টায় আমরা ১-২ ডলার আয় করতাম। আর মজার ব্যাপার হলো—আমাদের নিজে বসে থাকতেও হতো না। আমার ছোট বোন দায়িত্ব নিত, আর আমরা বাইরে খেলতে যেতাম।

এটাই ছিল আমাদের প্রথম ব্যবসা—যেখানে আমরা বুঝতে পারলাম কিভাবে টাকাকে আমাদের জন্য কাজ করানো যায়।

শিক্ষা গভীর হলো

কয়েক মাসের মধ্যেই কমিক লাইব্রেরি বন্ধ হয়ে গেল—কারণ পাড়ার বড়রা অভিযোগ করেছিল। কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা আমাদের চোখ খুলে দিয়েছিল।

রিচ ড্যাড বললেন,

“দেখেছো? তোমরা নিজেরা কাজ করোনি, তবুও টাকা এসেছে। এটাই ধনীদেব চিন্তাভাবনা। তারা ব্যবসা, সম্পদ আর বিনিয়োগ তৈরি করে, যা তাদের জন্য আয় তৈরি করে—even when they sleep.”

তিনি আরও যোগ করলেন,

“গরীব আর মধ্যবিত্তরা মনে করে নিরাপত্তার জন্য চাকরি দরকার। ধনীরা জানে নিরাপত্তা মস্তিষ্কে থাকে—
সৃজনশীল চিন্তা, আর্থিক জ্ঞান, আর সুযোগ দেখার ক্ষমতায়।”

পাঠের সারসংক্ষেপ

অধ্যায়ের শেষে লেখক (রবার্ট কিয়োসাকি) বললেন:

ধনীরা টাকার জন্য কাজ করে না।

ভয় (টাকা না থাকার) আর লোভ (অতিরিক্ত চাওয়ার) মানুষকে দাস বানিয়ে রাখে।

বেতনের দাস না হয়ে শিখো কিভাবে টাকাকে তোমার জন্য কাজ করাতে হয়।

ছোট বয়সেই আমি আর মাইক প্রথম শিক্ষা পেয়েছিলাম একটি ছোট্ট ব্যবসা থেকে—যেখানে আমরা বুঝলাম,
প্রকৃত আর্থিক স্বাধীনতা আসে ব্যবসা ও বিনিয়োগ থেকে, চাকরি থেকে নয়।

অধ্যায় ২ - পাঠ ২: কেন আর্থিক শিক্ষাদীক্ষা শেখাতে হবে?

আমার ধনী বাবা আমাকে বলেছিলেন:

“যদি তুমি ধনী হতে চাও, তাহলে শুধু টাকা আয় করা শিখলেই হবে না। তোমাকে জানতে হবে কিভাবে টাকা ধরে
রাখতে হয়। আর সেটা করতে হলে তোমার আর্থিক শিক্ষাদীক্ষা (financial literacy) থাকতে হবে।”

তিনি বললেন,

“অনেক মানুষ অনেক টাকা আয় করে, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তা হারিয়ে ফেলে। যদি তুমি শিখতে না পারো
কিভাবে টাকা তোমার কাছে রাখবে এবং তাকে আরও টাকায় পরিণত করবে, তাহলে সারা জীবন কষ্ট করতে
হবে।”

একটি বাস্তব উদাহরণ

১৯৯০-এর দশকে হাওয়াইতে অনেক ধনী ব্যবসায়ী দেউলিয়া হয়ে গেল। তাদের কাছে প্রচুর আয় ছিল, কিন্তু
সঠিক আর্থিক জ্ঞান না থাকায় তারা ভুল বিনিয়োগে টাকা ঢেলেছিল। ফলে কয়েক বছরের মধ্যেই সবকিছু
হারাল।

অন্যদিকে এমন কিছু মানুষ ছিল, যাদের আয় গড়পড়তা, কিন্তু সঠিকভাবে বিনিয়োগ করেছিল। তারা ধীরে ধীরে
ধনী হয়ে উঠল।

রিচ ড্যাড বললেন:

“যত টাকা আয় করো না কেন, আসল বিষয় হলো—তুমি কতটা ধরে রাখতে পারছো, আর সেটা কিভাবে তোমার জন্য কাজ করাচ্ছে।”

সম্পদ (Assets) ও দায় (Liabilities)

ধনী বাবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ছিল—সম্পদ (asset) আর দায় (liability) আলাদা করতে শেখো।

সম্পদ (Asset): যা তোমার পকেটে টাকা ঢোকায়।

দায় (Liability): যা তোমার পকেট থেকে টাকা বের করে।

ধনীরা সম্পদ কেনে।

গরীব ও মধ্যবিত্তরা দায় কেনে, কিন্তু ভাবে সেগুলো সম্পদ।

বাড়ি – সম্পদ না দায়?

আমার গরীব বাবা সবসময় বলতেন, “আমাদের বাড়িই হলো সবচেয়ে বড় সম্পদ।”

কিন্তু রিচ ড্যাড বললেন, “বাড়ি আসলে দায়, সম্পদ নয়।”

কারণ:

বাড়ি কিনলে মাসে মাসে মর্টগেজ, ট্যাক্স, রক্ষণাবেক্ষণ—এসব খরচ হয়।

এগুলো পকেট থেকে টাকা বের করে।

সত্যিকারের সম্পদ সেই জিনিস, যা পকেটে টাকা ঢোকায়—যেমন বিনিয়োগ, ভাড়া দেওয়া সম্পত্তি, শেয়ার, ব্যবসা।

এই একটিই শিক্ষা আমার জীবনের গতিপথ বদলে দিয়েছিল।

ধনী হওয়ার সহজ সূত্র

রিচ ড্যাড একটি সহজ সূত্র দিয়েছিলেন:

সম্পদ কিনো। দায় কমাও। আর সম্পদ ও দায়ের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্টভাবে বোঝো।

এটাই ধনী হওয়ার মূল চাবিকাঠি।

মানুষ কেন দেউলিয়া হয়?

অনেক মানুষ আয় করে প্রচুর, কিন্তু একইসাথে খরচও বাড়িয়ে ফেলে।

তাদের দায় (liabilities) সম্পদের চেয়ে দ্রুত বাড়তে থাকে।

উদাহরণ:

নতুন গাড়ি

বড় বাড়ি

দামি শখের জিনিসপত্র

এসবের কারণে তারা সবসময় দেনার মধ্যে পড়ে। আয় যতই হোক, দায় বেশি হলে দেউলিয়া হবেই।

শিশুদের জন্য শিক্ষা

রিচ ড্যাড সবসময় বলতেন:

“স্কুলে শুধু পড়াশোনা আর চাকরির জন্য প্রস্তুতি শেখানো হয়। কিন্তু আর্থিক শিক্ষাদীক্ষা শেখানো হয় না। ফলে মানুষ জীবনে আর্থিক দিক দিয়ে অন্ধকারেই থেকে যায়।”

তিনি আরও বললেন,

“যদি শিশুদের ছোটবেলা থেকেই সম্পদ আর দায়ের পার্থক্য শেখানো যায়, তবে তারা আর কখনো হাঁদুর দৌড়ে (Rat Race) আটকে পড়বে না।”

অধ্যায় ৩ - পাঠ ৩: নিজের ব্যবসা দেখো

আমার ধনী বাবা সবসময় বলতেন:

“যখনই সুযোগ পাবে, নিজের ব্যবসা তৈরি করো। চাকরি যতই করো না কেন, শেষ পর্যন্ত ধনী হতে হলে তোমার নিজের সম্পদ গড়ে তুলতে হবে।”

তিনি বুঝাতেন—অনেক মানুষ চাকরির মধ্যে এতটাই ডুবে থাকে যে তারা আসল ব্যবসা তৈরি করার কথা ভুলে যায়। চাকরি মানে হলো অন্যের ব্যবসা বড় করতে সাহায্য করা।

গরীব আর মধ্যবিত্তদের সমস্যা

গরীব আর মধ্যবিত্তরা সারাজীবন চাকরিতে ব্যস্ত থাকে। তারা একদিকে আয় করে, অন্যদিকে খরচ করে ফেলে। নিজেদের বাড়ি, গাড়ি, আর ভোগ্যপণ্যে টাকা ঢালতে থাকে। ভাবে এগুলোই তাদের সম্পদ।

কিন্তু সত্যি হলো—এসব দায় (liabilities)। এগুলো তাদের পকেট থেকে টাকা বের করে নেয়। ফলে তারা যতই চাকরি করে, তবুও ইঁদুর দৌড়ে (Rat Race) ঘুরতে থাকে।

ধনীদের দৃষ্টিভঙ্গি

ধনীরা জানে আসল খেলা কোথায়।

তারা তাদের চাকরি থেকে পাওয়া আয় দিয়ে সম্পদ (assets) তৈরি করে।

ধনীদের সূত্র হলো:

চাকরি → প্রাথমিক আয়

প্রাথমিক আয় → বিনিয়োগ করে সম্পদ কেনা

সম্পদ → ভবিষ্যতে আরও টাকা আয় করানো এভাবেই ধনীরা ধীরে ধীরে ধনী হয়, এমনকি চাকরি না করলেও।

নিজের ব্যবসা দেখো

ধনী বাবা বললেন:

“চাকরি করো, কিন্তু একইসাথে নিজের ব্যবসা গড়ে তুলতে ভুলে যেও না। অফিসে বসের ব্যবসা বড় হচ্ছে, আর তুমি মাস শেষে শুধু বেতন পাচ্ছে। তাই বেতনের বাইরে নিজের সম্পদে বিনিয়োগ করতে শিখো।”

তিনি আরও বলতেন:

“তুমি যত সময় আর শ্রমই দাও না কেন, চাকরির ব্যবসা কখনোই তোমার হবে না। কিন্তু নিজের তৈরি করা সম্পদ একদিন তোমারই হবে।”

সম্পদের উদাহরণ, ধনী বাবা যে জিনিসগুলোকে “সম্পদ” বলতেন, সেগুলো হলো:

শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ

বন্ড

ভাড়া দেওয়া যায় এমন রিয়েল এস্টেট

ছোট ব্যবসা বা উদ্যোগ

রয়্যালটি আয়ের উৎস (বই, পেটেন্ট, সঙ্গীত ইত্যাদি)

তিনি বলতেন,

“প্রতিবার যখন কিছু টাকা আয় করো, ভাবো কিভাবে এর একটা অংশ সম্পদে পরিণত করতে পারো।”

ধনী হওয়ার শুরু

বেশিরভাগ মানুষ ভাবে ধনী হতে হলে অনেক টাকা দরকার।

কিন্তু ধনী বাবা বললেন:

“ধনী হওয়ার জন্য তোমার দরকার আর্থিক জ্ঞান আর শৃঙ্খলা। অল্প দিয়ে শুরু করো, ধীরে ধীরে সম্পদ বাড়াও। একসময় সম্পদই তোমার হয়ে আয় করবে।”

অধ্যায় ৪ – পাঠ ৪: করের ইতিহাস ও কোম্পানির ক্ষমতা

(Lesson 4: The History of Taxes and the Power of Corporations)

ধনীরা জানে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় আইন

আমার ধনী বাবা বলতেন:

“গরীব ও মধ্যবিত্তরা ট্যাক্স দিতে ব্যস্ত থাকে। ধনীরা ট্যাক্সের নিয়ম জানে, আর সেই নিয়মকে ব্যবহার করে নিজেদের আরও ধনী করে।”

তিনি আমাকে বুঝিয়েছিলেন যে, ট্যাক্সের আসল ইতিহাস অনেকেই জানে না।

ট্যাক্স কিভাবে শুরু হলো

প্রথমে ট্যাক্স চালু হয়েছিল শুধু ধনীদের জন্য।

ইংল্যান্ডে ও আমেরিকায় সাধারণ মানুষকে বোঝানো হয়েছিল—“ধনীদের থেকে ট্যাক্স নিলেই গরীবদের উপকার হবে।”

মানুষ খুশি হয়েছিল, কারণ ভেবেছিল ধনীদের থেকে টাকা নিয়ে সরকার গরীবদের সাহায্য করবে।

কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই ট্যাক্স শুধু ধনীদেব ওপর না থেকে, সবার ওপর চাপানো হলো। আজ গরীব ও মধ্যবিত্তরা সবচেয়ে বেশি ট্যাক্স দেয়। ধনীরা কোম্পানির আড়ালে তাদের আয়কে সুরক্ষা দেয়।

কোম্পানির শক্তি

ধনীরা শিখেছে কিভাবে কোম্পানি (Corporation) ব্যবহার করতে হয়।
একজন সাধারণ মানুষ আয় করলে ক্রমশ এভাবে হয়:

1. আয় (Income)
2. ট্যাক্স (Taxes কেটে নেওয়া হয়)
3. যা বাকি থাকে – সেটা দিয়ে খরচ

কিন্তু কোম্পানির ক্ষেত্রে ঠিক উল্টো:

1. আয়
2. খরচ (কোম্পানির নামে খরচ দেখানো হয়)
3. যা বাকি থাকে – তার ওপর ট্যাক্স দিতে হয়

এতে কোম্পানি করের আগে খরচ করতে পারে, আর ব্যক্তিরা পারে না।

উদাহরণ

যদি আমি কোম্পানির মালিক হই, তাহলে:

গাড়ি কেনা, ভ্রমণ, খাবার, অফিস খরচ—এসব কোম্পানির নামে খরচ দেখানো যায়।

এরপর যা লাভ থাকে, তার ওপর ট্যাক্স দিতে হয়।

কিন্তু একজন কর্মচারী যদি একই খরচ করে, সেগুলো তার নিজের পকেট থেকে যাবে—তারপরও পুরো ট্যাক্স দিতে হবে।

শিক্ষা

ধনী বাবা বলতেন:

“তোমার দরকার আর্থিক বুদ্ধিমত্তা—যাতে আইনকে তোমার জন্য কাজে লাগাতে পারো। যারা আইন জানে না, তারা বেতনের দাস হয়। যারা জানে, তারা কোম্পানি গড়ে নিজেদের সুরক্ষা দেয়।”

তিনি বলতেন:

“তুমি যদি সত্যিই ধনী হতে চাও, তাহলে শিখতে হবে—কোম্পানি কিভাবে কাজ করে, ট্যাক্স কিভাবে কাজ করে।”

অধ্যায় ৫ – পাঠ ৫: ধনীরা টাকা তৈরি করে (Lesson 5: The Rich Invent Money)

সুযোগ সবার জন্য আসে

আমার ধনী বাবা বলতেন:

“সুযোগ সবার দরজায় কড়া নাড়ে, কিন্তু কেবল আর্থিকভাবে শিক্ষিতরাই তা চিনতে পারে আর কাজে লাগায়। গরীব ও মধ্যবিত্তরা সুযোগ পেলেও ভয়, সন্দেহ বা অজ্ঞতার কারণে তা হারিয়ে ফেলে।”

তিনি আরও বলতেন:

“ধনীরা সুযোগ তৈরি করে নেয়। তারা অপেক্ষা করে না।”

কেন ধনীরা ধনী হয়

ধনী হওয়া মানে শুধু টাকা থাকা নয়, বরং টাকা বানানোর সুযোগ চিনতে পারা। ধনীরা শিখেছে কিভাবে ছোট বিনিয়োগ থেকে বড় সম্পদ বানাতে হয়। তারা জানে বাজার ওঠানামা করবে, সংকট আসবে, আবার সুযোগও আসবে। সাধারণ মানুষ ভয়ে পিছিয়ে যায়, ধনীরা তখনই ঝাঁপিয়ে পড়ে।

১৯৭০-এর দশকের এক অভিজ্ঞতা

লেখক (রবার্ট কিয়োসাকি) বলছেন:

১৯৭০-এর দশকে তিনি রিয়েল এস্টেটে বিনিয়োগ শুরু করেন। খুব কম মূল্যে জমি ও বাড়ি কিনতেন, যখন মানুষ বিক্রি করতে চাইত কিন্তু ক্রেতা পেত না।

তারপর কয়েক মাসের মধ্যে তা আবার বেশি দামে বিক্রি করতেন।

তিনি বললেন:

“আমি ধনী বাবার কাছ থেকে শিখেছিলাম—সুযোগ থাকে সেখানে, যেখানে অন্যরা ভয় পায়।”

জ্ঞানই আসল মূলধন

বেশিরভাগ মানুষ ভাবে ধনীদের হাতে প্রচুর টাকা থাকে, তাই তারা বিনিয়োগ করতে পারে।

কিন্তু আসল সত্য হলো—

ধনীরা ধনী হয় কারণ তাদের আর্থিক জ্ঞান আছে।

তারা জানে:

কী কিনতে হবে

কবে কিনতে হবে

কীভাবে অর্থায়ন করতে হবে

কখন বিক্রি করতে হবে

ভয় বনাম সুযোগ

যখন অর্থনীতি খারাপ হয়, চাকরি যায়, বাজার পড়ে যায়—গরীবরা আতঙ্কিত হয়, সুযোগ হারায়।

ধনীরা ঠান্ডা মাথায় ভাবে, নতুন সুযোগ কোথায়।

উদাহরণস্বরূপ, বাজার যখন পড়ে যায়, অনেক শেয়ার বা জমি সস্তা হয়ে যায়।

গরীবরা ভয় পেয়ে বিক্রি করে দেয়।

ধনীরা তখন কিনে নেয়।

নতুন অর্থ তৈরি করা

ধনী বাবা বলতেন:

“ধনীরা টাকা বানায়। অর্থাৎ তারা বিনিয়োগ, ব্যবসা, সম্পদের মাধ্যমে নতুন আয় সৃষ্টি করে। তারা কেবল বেতনের ওপর নির্ভর করে না।”

তিনি যোগ করতেন:

“টাকা বানানো মানে জাদু নয়, এটা মানসিকতা আর জ্ঞানের খেলা। যে বেশি জানে, সে-ই বেশি সুযোগ পায়।”

অধ্যায় ৬ – পাঠ ৬: শিখতে কাজ করো, টাকার জন্য নয়(Lesson 6: Work to Learn — Don't Work for Money)

আসল শিক্ষা

আমার ধনী বাবা বলতেন:

“তুমি যদি সত্যিই ধনী হতে চাও, তাহলে শিখতে কাজ করো, টাকার জন্য নয়। টাকার জন্য কাজ করলে তুমি কেবল বেতনের দাস হয়ে থাকবে।”

তিনি বোঝাতেন, বেশিরভাগ মানুষ স্কুল শেষ করে শুধু একটি বিশেষ দক্ষতা নিয়ে বের হয়—যেমন ডাক্তারি, আইন, হিসাবরক্ষণ বা ইঞ্জিনিয়ারিং। তারা সেই দক্ষতাতেই আটকে থাকে।

কিন্তু ধনীরা নানা ধরনের দক্ষতা শেখে:

বিক্রয় কৌশল

মার্কেটিং

হিসাবরক্ষণ

বিনিয়োগ

নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা

আমি মেরিন কর্পসে চাকরি করেছি। অনেকে ভাবত আমি বোকা—“এমন ভালো শিক্ষা পেয়ে তুমি কেন সেনাবাহিনীতে যোগ দিলে?” কিন্তু আমার লক্ষ্য ছিল শেখা। আমি নেতৃত্ব, দল গঠন, চাপ সামলানো—এসব শিখতে চেয়েছিলাম।

পরে আমি জেরক্স কোম্পানিতে কাজ করেছিলাম। সেখানে আমি বিক্রয় শেখার জন্য গিয়েছিলাম। শুরুর দিকে আমি খুব খারাপ সেলসম্যান ছিলাম। কিন্তু ধীরে ধীরে শিখে নিলাম।

যদি আমি শুধু লেখক হতে চাইতাম, হয়তো কখনোই ধনী হতে পারতাম না। কারণ বই লিখলেই তা বিক্রি হয় না। আমাকে শিখতে হয়েছিল কিভাবে বিক্রি করতে হয়।

বিশেষজ্ঞ বনাম সাধারণজ্ঞ

গরীব ও মধ্যবিত্তরা ভাবে “আমাকে বিশেষজ্ঞ হতে হবে।”

কিন্তু ধনী বাবা বলতেন:

“বিশেষজ্ঞ হওয়া ভালো, কিন্তু সাধারণজ্ঞ হওয়া আরও ভালো।”

অর্থাৎ বিভিন্ন ক্ষেত্রের মৌলিক জ্ঞান রাখো—হিসাব, আইন, মার্কেটিং, বিনিয়োগ, বিক্রয়। এসবের সমন্বয়ই তোমাকে ধনী হতে সাহায্য করবে।

বেতনের ফাঁদ

গরীব বাবা সবসময় বলতেন:

“ভালো চাকরি করো, ভালো বেতন পাবে।”

কিন্তু ধনী বাবা বলতেন:

“বেতনের জন্য কাজ করলে তুমি সবসময় ভয় আর নিরাপত্তার খোঁজে ছুটবে। শেখার জন্য কাজ করো, দক্ষতা বাড়াও—তাহলেই তুমি একসময় স্বাধীন হবে।”

অহংকার ও শেখার প্রতিবন্ধকতা

অনেক মানুষ শেখে না কারণ তাদের অহংকার বেশি।

তারা ভাবে—“আমি তো ডিগ্রিধারী, আমার আর শেখার দরকার নেই।” অথবা ভাবে—“ওই কাজ আমার নিচু মানের।” কিন্তু ধনীরা বিনয়ী থাকে। তারা যেকোনো ক্ষেত্র থেকে শেখে—ছোট কাজ হোক বা বড় কাজ।

উপসংহার (Conclusion)

আজকের দিনে, দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করা আগের যেকোনও সময়ের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। নতুন প্রযুক্তি, রোবোটিক্স, কম্পিউটার, আর বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা—এসব মিলিয়ে যারা আর্থিকভাবে অশিক্ষিত, তাদের জন্য ভবিষ্যৎ হবে কঠিন।

আমার ধনী বাবা সবসময় বলতেন:

“যদি তুমি ধনী হতে চাও এবং স্বাধীনতা চাই, তাহলে তোমাকে টাকার খেলা শিখতেই হবে।”

আমার গরীব বাবা ছিলেন সৎ, পরিশ্রমী, শিক্ষিত, ভালো মানুষ। তবু সারা জীবন অর্থ নিয়ে সংগ্রাম করেছেন। তিনি চাকরির নিরাপত্তা, ভালো বেতন আর সরকারি সুবিধার ওপর নির্ভর করতেন। কিন্তু আমার ধনী বাবা আমাকে শিখিয়েছিলেন কিভাবে স্বাধীন হতে হয়, আর্থিক শিক্ষার মাধ্যমে ধনী হতে হয়।

ধনীরা কেন আরও ধনী হয়

ধনীরা ধনী হয় কারণ তারা আর্থিক শিক্ষায় দক্ষ।

তারা জানে:

কীভাবে সম্পদ তৈরি করতে হয়।

কীভাবে দায় কমাতে হয়।

কীভাবে টাকাকে নিজের জন্য কাজ করাতে হয়।

গরীব আর মধ্যবিত্তরা জানে না। তাই তারা সারা জীবন কাজ করে যায়, আর হুঁদুর দৌড়ে ঘুরতে থাকে।

ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি

আগামী দিনে অবসরকালীন ভাতা, সামাজিক নিরাপত্তা (Social Security), মেডিকেয়ার—এসব সরকারি সুবিধা আর আগের মতো থাকবে না।

তাহলে তোমার ভবিষ্যৎ কে দেখবে?

তোমাকেই নিজের ভবিষ্যতের দায়িত্ব নিতে হবে।

ধনী বাবা বলতেন:

“নিজেকে শিক্ষিত করো, শেখো, পদক্ষেপ নাও। ছোট থেকে শুরু করো, সময়ের সাথে তুমি ধনী হয়ে উঠবে।”

শেষ কিছু কথা

আমি আশা করি এই বইয়ের মাধ্যমে আমি তোমাকে অন্তত একটি বীজ (seed) দিতে পেরেছি।

যদি তুমি শিখো, প্রয়োগ করো এবং ভয়কে জয় করো, তাহলে তুমি ধনী হতে পারবে।

মনে রেখো:

ধনীরা টাকার জন্য কাজ করে না।

তারা শিখতে থাকে।

তারা জানে সম্পদ আর দায়ের পার্থক্য।

তারা সুযোগকে চিনে, আর কাজে লাগায়।

তুমি যদি এগুলো শেখো, তুমিও ধনী হতে পারবে।

ধনী হওয়ার জন্য ১০ ধাপ (Action Steps)

ধনী বাবা বলতেন:

“শুধু পড়াশোনা করলেই হবে না, পদক্ষেপ নিতে হবে। কাজ করতে হবে।”

এই বইয়ের শিক্ষা কাজে লাগাতে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করো:

ধাপ ১: আমি চাই – দৃঢ় সিদ্ধান্ত নাও

প্রথমেই নিজের সাথে প্রতিজ্ঞা করো – “আমি ধনী হতে চাই।”

ইচ্ছাই হলো শুরু। যদি তোমার মধ্যে সত্যিকারের আকাঙ্ক্ষা না থাকে, তবে কিছুই ঘটবে না।

ধাপ ২: প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করো

তোমার পথে ভয় আসবে।

ব্যর্থ হওয়ার ভয়

টাকা হারানোর ভয়

সমালোচনার ভয়

এই ভয়গুলো জয় করতে না পারলে ধনী হওয়া যাবে না।

ধাপ ৩: শিখতে থাকো

বই পড়ো, কোর্স করো, সেমিনারে যাও।

আর্থিক শিক্ষাই ধনীদের অস্ত্র।

তুমি যত বেশি জানবে, তত বেশি সুযোগ চিনতে পারবে।

ধাপ ৪: বন্ধু ও সঙ্গী বেছে নাও

ধনী বাবা বলতেন:

“তুমি কাদের সাথে মিশছো, সেটা তোমার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে।”

ধনীদেবের সাথে মিশো, যারা ইতিবাচক এবং শেখায় আগ্রহী।

ধাপ ৫: নতুন ফর্মুলা খুঁজে বের করো

পুরোনো পথ মেনে চললে সাধারণ জীবনই পাবে।

নতুন ভাবনা, নতুন পদ্ধতি চেষ্টা করো।

ধনীরা নতুন সুযোগ খুঁজে বের করে।

ধাপ ৬: নিজের আগে দাও

প্রথমে নিজের জন্য জমাও।

যতই খরচ থাকুক, আয়ের একটি অংশ আগে সম্পদে বিনিয়োগ করো।

গরীবরা আগে খরচ করে, ধনীরা আগে বিনিয়োগ করে।

ধাপ ৭: ব্রোকার ও পরামর্শদাতাকে ভালোবাসো

ভালো পরামর্শদাতা বা ব্রোকার তোমাকে সঠিক বিনিয়োগ চিনতে সাহায্য করবে।

তাদের ফি দিতে ভয় পেয়ো না – কারণ তারা তোমাকে টাকা বানাতে শেখাবে।

ধাপ ৮: “প্রত্যেক ডিল” দেখো

সুযোগকে অবহেলা কোরো না।

প্রতিটি বিনিয়োগের সুযোগ পর্যালোচনা করো, শিখো, বিশ্লেষণ করো।

আজ হয়তো কিনবে না, কিন্তু শেখা হবে।

ধাপ ৯: ছোট থেকে শুরু করো

ধনীরা শূন্য থেকে শুরু করে ধনী হয়েছে।

বড় মূলধন নেই? সমস্যা নেই।

অল্প দিয়ে শুরু করো – ধীরে ধীরে বড় হবে।

ধাপ ১০: আগে কাজ করো, পরে টাকা আসবে

অধিকাংশ মানুষ ভাবে – “আগে টাকা আসুক, তারপর আমি বিনিয়োগ করব।”

ধনীরা ভাবে – “আগে আমি সুযোগ নেব, তারপর টাকা জোগাড় করব।”

কাজ করো, সুযোগ নাও – টাকা আসবেই।

শেষ কথা

ধনী বাবা বলতেন:

“ধনী হওয়া মানে কেবল টাকা নয়, মানসিকতা। তুমি যদি মানসিকভাবে ধনী হও, টাকা নিজেই আসবে।”